ওয়ানদা

গার্গী

কেরালা কে বলা হয় “God’s own country” -এর একটা mythological reason হয়তো আছে কিন্তু না থাকলেও শুধু সৌন্দর্য উপভোগ করেই এই বিশেষন - টা বিনা দ্বিধায় বসিয়ে দেওয়া যায়। কর্ণাটক ছেড়ে যখন কেরালাতে ঢুকলাম, চারিপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজের যে এতরকম শেড্ হতে পারে তা একমাত্র ছবির আকার প্যালেটেই দেখেছিল াম। বাস্তব জগতে এই প্রথম দেখলাম। কোথাও ঘন সবুজ কোথাও হালকা কোথাও ফিকে, আবার তো দেশটার নাম প ালটে শ্যামলিমা করে দিতে ইচ্ছা করছিল। wayanad একটি শৈলশহর। bangalore থেকে পায় ২৮২ কিমি দুরে। প্রথমে কিছুটা পথ মাইসোর রোড ধরে যেতে হবে। যার চারিপাসে শুধু নেড়া পাথুরে পাহাড় বা টিলা। মাইসোর পৌঁছে সেখান থেকে gundalpet যেতে হবে। তার পরেই খুব সুন্দর পথ। সেই পথে পা দিয়েই মন না চাইলেও গেয়ে উঠবে “এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো...”। ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়ে রাস্তা। সবুজ সবুজ গাছ, লতা পাতা, মহীহ, ঝরা প াতার মচ্মচানি, বনফুলের সুবাস- তার মধ্যেই সূর্যকিরণের অকারণ নাকগলানো। দু-একটি হরিণ বুঝি রাস্তা পার হয়ে যেতে চায়। দূরে হাতির পাল - কচি কে শাসন করছে বৃদ্ধ দলপতি। খানিকক্ষণ দাড়িয়ে আমরা রঙ্গ তামাশা দেখলাম। মজ াই লাগছিল। আবার ভয়-ও। কারণ হঠাৎ যদিতেড়ে আসে। গাড়ি উল্টে দেয়। উত্তরবঙ্গের বহু জঙ্গলে আমি গিয়েছি। শুনেছি যে ওখানে জঙ্গলে কেউ হাতির নাম নেয় না। বলে মহাকাল। অনেক সময়ই সেটা ভয়েতে ‘মাকাল’-ও হয়ে যায়। তবে এখানে আমরা খুব জোরে জোরে‘হাতি - হাতি’ বলেই চেঁচাচ্ছিলাম। ওরা আমাদের দিকে ফিরেও চায়নি। আমার সঙ্গের লোকেরা, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সাক্ষাত মহাকাল কে চাক্ষুষ দেখে। wayanad পৌঁছনোর আগে ঠিক কের ালা বর্ডারে দেখি যে সারা কেরালা জুড়ে বারো ঘন্টার বনধ্ চলছে। পেটলের মূল্য - বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই বনধ্। ফলে প্রবেশ নিষেদ্ধ। গাড়ির কাচভেঙ্গে দিতে পারে লোকজন। কিছু স্থানিয় লোক বল্লো জঙ্গলের ভেতর রাস্তা অঅছে ওদিক দিয়ে চলে যান। আমরাও খুব উৎসাহ নিয়ে চল্লাম। কিন্তু বৃষ্টিতে কাদা মাখা পথে গাড়ি চলাই মুশকিল। ভাগ্যিস ইউটিলিটি ভেহিকাল্। নাহলে চাকা বসে যেত। বেশ কিছুটা পথ যাবার পর, এর ব্যক্তি প্রায় গায়ে পড়ে উপদেশ দিল -- ‘ওদিকে যাবেননা, জংলি জানোয়ার আছে’ - ঐ স্থানে আমরাও কোন স্যুট-টাই পরিহিত একজিকিউটিভ কে আশা করিনি। দুশমন যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন, বেশ লোমহর্ষক একটি উপাখ্যান হতে পারে এই মনে করে আমরা মুচকি হেসে এগিয়ে চললাম বনপথ ধরে। খানিকটা এগিয়ে দেখি একটি বিশাল গাছ ভেঙ্গে পড়েছে ও তার ফলে স রাস্তা বন্ধ হয়েগেছে। পাশেই একটি জলাভূমি। গাড়ি ঘোরানোর -ও জায়গা নেই। হঠাৎ কিছু বুনো মানুষ দেবদূতের মত আ বির্ভূতহল। ওরা আদিবাসি। আমরা বললাম একটু হাত লাগান না, গাছটি যদি একটু সরানো যায়। ওরা ইশারায় বললো যে এত বড়ো গাছ এভাবে সরানো যাবে না। কি করা যায়! ওরা নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করছিল। একজন দলপতি মতন মনে হল, সে এগিয়ে এসে প্রায়দুর্বোধ্য ভাষায় বললো যে আমরা আসেপাশে মাটি কেটে রাস্তা করে দিতে পারি। আমরা তো লাফিয়ে উঠলাম । যেন চাবিকাঠি পেয়ে গেছি। ওকে প্রায় শূন্যে তুলে লাফালাফি করি আর কি ! য াইহোক সে সুযোগ দেবার আগেই ও সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে কাজে নেমে পড়লো। একগাদা কাস্তে আর কোদাল নিয়ে মাটি কেটে বিশ মিনিটে একটা ছোট্ট রাস্তার stretch বানিয়ে দিল। আমরাও মহাআনন্দে গাড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে চল্ল াম। বখ্শিস পেয়ে ওরাও ভারি খুশি।wayanad পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। আলো- আঁধারিতেদেখলাম খুব সুন্দর রিসে াটটি। নাম গ্রীন- গেট্স অথাৎ সবুজ - তোরণ। একটা টি-হাউস গোছের আছে। সেখানেবসে চা বা স্ন্যাক্স খাওয়া যায়। তবে সূয্যিমামা দিগন্তে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই মশার উৎপাত মেনে নিতে হবে। ওদের সুরের মূচর্ছনা ও দংশন এই যাত্র ার উপরি পাওনা। রিসোর্টটি ভারতীয় লোক সংস্কৃতিকে থিম করে সাজিয়েছে। মাটি, তালপাতা, বাঁশ ও টেরাকোটা দিয়ে গোটা রিসোর্টটি সাজানো। বেশ অন্যরকম। চোখ জুড়িয়ে যায়। পরের দিনআমরা গেলাম কয়েকটি জায়গায় দেখতে।

প্রত্যেকটি জায়গায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সবুজ চা বা কফি বাগান।পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাগলা ঝরনা। বর্ষাকাল বলে ঘোলা জল । অন্যসময় স্বচ্ছ থাকে।wayanad পাহাড়ে কিন্তু কোন গন্ধ নেই। না ইউকালিপটাস না রডোডেনডন না ক্রীস্মাস ফ্লাওয়ার এর। শুধু দুচোখ ভরে দেখার মত সবুজ আছে, দূরের পাহাড়গুলো কুয়াশার আঁচলে ঢাকা, আর অ াছে পাখির গান, কলতান। আমাদের বারান্দা থেকে ভারি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। একটা মন্দির দেখলাম - বৌদ্ধ প্যাগোড ার ধরনে বানানো। কাঠের দেওয়াল। পেছোনে ভীষণ সুন্দর নীল পাহাড়। সব পাপ নাশ হয়ে এটাই বিশাস। মন্দিরে ঢোক া গেল না. কারণ, এই তিনেল্লি মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের সাথে একজন অহিন্দু ছিলেন তাই আমরা ভেতরে গেলাম না। উপরন্তু ওদের একটি ড্রেসকোড আছে। ধুতি ও শাড়ি পরিহিত অবস্থায় এখানে বাবা কৈলাসপতির দর্শন মেলে। অন্যথায় মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ফেরত চলে আসতে হয়। সেদিন বিকেলে গেলাম banasura sagar dam । জায়গাটি সুন্দর উঁচু পাহাড়ের ওপর। চারিপাশ ভালো করে দেখা যায়। খরস্রোতা নদী অবাধ্য তাকেই যেন শাসন করা হচ্ছে। বাঁধটি দেখে এরকমই মনে হচ্ছে।

এছাড়াও আরো কয়েকটি দেখবার জায়গা আছে ; সময় অভাবে আমাদের সেখানে যাওয়া হয়নি। সেগুলি হল - pookot lake - একটি প্রাকৃতিক লেক, edakkal caves । এটি পাহাড়ের একটি গুহা। তবে গুহা বলতে য বোঝায় এটি সেরকম নয়। আদতে এটি একটি কেফ ট। গুহার ভেতরে কিছু প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপি আছে।pakshipatalam ন ামক স্থানটিতে ট্রেক করে যেতে হয়। ৯ কিমি পথ হেটে যেতে হবে। সবুজ গহন বন ও তিনটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পৌঁছানো যায় একটি গুহাতে যেটি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল লক্ষাধিক বছর আগে। এখানে বুনো জানোয়ার ও নানান অদ্ভুত পাখির দেখা মেলে। meenmutty জলপ্রপাত,soochipara জলপ্রপাত দেখতে গেলে ট্রেকিং করতে হবে। এছাড়া অ াছে chembra peakএটি wayanad এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, ২,১০০ মিটার। এটি ও ট্রেকিং ট। আর অ াছেkuruvadweep - এটি ৯৫৫ একর সবুজ বনভূমি কাবিনী নদীর কোলে। lakkidiজায়গাটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটি গিরিপথ যা ৭০০ মি উচ্চ। muthanga, tholpetty wild life sanctuary বর্ষাকালের জন্য বন্ধ ছিল। একটি জৈন মন্দির আছে এটি সুপ্রাচীন ও লবঙ্গ - দাচিনি কারবারের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে হীরে ও মুক্তোর বদলে লবঙ্গ ও দাচিনি বিনিময়ের ব্যবসা চলতো।

সন্ধ্যার মেঘলা আসার আগে একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম দুরের পাহাড়টিতে রং লেগেছে। সোনাঝর াগোধূলিতে উদাস মনে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। কাল বাড়ি ফেরার পালা। বৃষ্টি দেখা হল না। যার জন্যে এই অসময়েও ওখানে যাওয়া। ওটি tropical rain forest আমাদের ইচ্ছে ছিল rain in rain-forest দেখবার। আমার সমস্ত আশায় তার সবটুকু জল ঢেলে বৃষ্টি চমৎকার ভাবে শুকিয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল। কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না, ঘে ার কাটলো রাত পাখির ডাকে। আকাশে তখন একফালি চাঁদ।